ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ৯, সংখ্যা ২১, সেপ্টেম্বর, ২০২২

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
Vol. 9th Issue 21st, Sept., 2022

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 9th Issue 21st, 26th Sept., 2022, Rs. 700/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
৯ ম বর্ষ ও ২১ তম সংখ্যা
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৭০০ টাকা

সূচিপত্র

কাজী নজরুল ইসলামের গানের বিচিত্রতা প্রসঙ্গ : প্রেম

টুম্পা সমাদ্দার ১৫

উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা কবিতা : কয়েকটি মৌল চেতনা

তাপস ব্যানার্জী ২৪

বিদ্যাসাগরীয় জীবনাদর্শ ও জাতির জনক

অভি কোলে ৩২

ভারহীন গল্পকথার কথক প্রভাতকুমার

বিশ্বজিৎ পোদ্দার ৪০

১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন ও পরবর্তী এক দশকের বাংলার রাজনীতির গতিপ্রকৃতি

রেবতী রঞ্জন ওঝা ৪৮

বাংলা ছোটগল্প : সূচনা পর্বের শিল্পরূপ

অলোক নস্কর ৫৯

অহিংসা : টলস্টয়, গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ - উত্তরণের পারস্পরিকতা

অজয় কুমার দাস ৬৮

ভারতীয় সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা ও কর্মযোগ

অক্ষয় দত্ত ৯৫

নবনীতা দেবসেনের অ্যালবাট্রস্ : নারীর যাত্রাপথের এক ভিন্ন স্বর

অমিত অধিকারী ১০১

অমর মিত্রের গল্পে ভারতবর্ষের বর্ণময় চিত্র

বহ্নিশিখা সরকার ১০৭

স্বাধীনতা পরবর্তী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নির্বাচিত ছোটগল্প : ব্যক্তির জীবিকাগত বৈচিত্র্য ও সমস্যা

ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য ১১৬

বহুমুখী ভাবনা ও বহুমাত্রিক পাঠ: সুকুমারী ভট্টাচার্যের মহাভারত চর্চা
স্নেহাশিস দাস কর্মকার ১২৩
কল্পবিজ্ঞানের আলোকে প্রকাশ কুমার মাইতি'র 'মেধা বৃদ্ধির দাওয়াই'
দীপান্বিতা কাঁড়ার ১৩২
রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জ্ঞানের আলোকে শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের দ্বন্দ্ব বিচার
ধৃতি মোহন বিশ্বাস ১৩৮
মল্লিকা সেনগুপ্তের উপন্যাসে পুরুষ
শর্মী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭
পুরুলিয়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
নীলাঞ্জন চাকী ১৫৪
ভারতের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে
আঞ্চলিকতাবাদ: একটি তাত্ত্বিক আলোচনা
জ্যোতি মিত্র ১৬২
তারাশঙ্কর : দেশ-কাল ও ধাত্রীদেবতা উপন্যাস
সদানন্দ বেরা ১৭৪
সমাজ শিক্ষায় বিবেকানন্দ : দেশাত্মবোধের প্রেক্ষিতে
তারক নাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৪
রবীন্দ্রনাথের দেনাপাওনা : অকালে নিরুপমার বিসর্জন
সিদ্ধার্থ ঘোষ ১৯৪
সুধামুখীর স্বপ্ন
বৈশালী বিশ্বাস ২০০
সুশীল জানার ছোটগল্প : একটি আলোচনা
সুজাতা দাস ২০৭
অতিমারির প্রেক্ষাপটে কবি কৃষ্ণরাম দাসের শীতলামঙ্গল
শুকদেব ঘোষ ২১৩

ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' : ভকত সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা
সুতনু দাস ২১৯
বিমূর্তে মূর্ত যাপন: সংযোগের অনুভূতি বিচ্ছিন্নতায়
শুভদীপ মুখার্জী ২২৫
অদ্ভুতময়তায় আবিষ্ট চেতনা: প্রসঙ্গ রবীন্দ্র ছোটগল্প
বিশ্বজিৎ সাউ ২৩০
অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের স্বরূপ সন্ধান : সামাজিক
নিপীড়নে নিম্নবর্গের ভূমিকা
প্রতাপ বিশ্বাস ২৩৯
শরৎচন্দ্রের নির্বাচিত গল্পে সামাজিক অনুশাসন
সমরেশ বাগ ২৪৭
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে দেশাত্মবোধক
সংগীতের স্ফূরণ ও বিবর্তন: একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন
দেবলীনা ভট্টাচার্য্য ২৫২
তুলসীদাস ও সতীনাথের জীবনরসে সম্পৃক্ত "ঢোঁড়াই রামকথা"
পায়েল বাগচী ২৬০
কাঞ্চনজঙ্ঘা : চিত্রনাট্যের বীক্ষণে ভাষা ও সংস্কৃতি
তপন কুমার বালা ২৬৭
নির্বাচিত পত্রিকাসমূহ- একটি সৃষ্টি ও সৃষ্টিক্ষেত্র: সার্ধশতবর্ষের আলোকে
তমা দাস ২৭৭
জীবনানন্দের কাব্য ভাবনা: অস্তিবাদের আলোকে
অচ্যুতানন্দ বিশ্বাস ২৮২
মেঘালয়ের কয়লা শ্রমিকদের যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের আখ্যান:
অমিতাভ রায়ের 'জোয়াই'
যাদব মুরারী ২৯০

দেবারতি মিত্রের কবিতা : প্রেক্ষিতে নাগরিক জীবন-সংস্কৃতি
সত্য দাস
২৯৯
হাসান আজিজুল হকের আত্মজা ও একটি করবী গাছ : পরাজিত বিবেকের আত্মদহন
সাহাবুল মন্ডল
৩০৬
প্রাচীন বাংলার অবয়বে সামাজিক ইতিহাস নির্মাণ : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গৌড়মল্লার' উপন্যাস
অপূর্ব সাহা
৩১২
পরিমল গোস্বামীর 'মারকে লেঙ্গে' : এক সংকীর্ণ সময়ের প্রতিচ্ছবি
সুকান্ত চ্যাটার্জি
৩২০
সংস্কৃত সাহিত্যে বিজ্ঞানমনস্কতা : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
দেবশ্রী গিরি
৩২৬
বাংলা কথাসাহিত্যে আদিবাসী জনজাতি : প্রসঙ্গ 'অরণ্য-বহ্নি'
বিকাশ কালিন্দী
৩৩৮
রাসসুন্দরী দাসী রচিত 'আমার জীবন' : উনিশ শতকের সাধারণ এক রমণীর আত্মদর্শন : নারীদের যন্ত্রণাময় জীবনের প্রতিচ্ছবি
অন্তিমা ভট্টাচার্য
৩৪৭
লোকসাংস্কৃতিক ভাবনার আলোকে সেলিম আল দীনের 'প্রাচ্য' নাটক
কমল রায়
৩৫৫
প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প: আত্মপরিচয় সংকট ও বিপন্নতার বহুকৌণিক ভাষ্য
শবনম মুস্তারী
৩৬২
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের উপন্যাসে ভাষাশিল্প
শ্রাবন্তী বর্মন
৩৭০

সত্তরের রাজনীতির প্রেক্ষিতে প্রতিবাদী নাট্যব্যক্তিত্ব অমল রায়
অমর ভাণ্ডারী ৩৭৯

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটোগল্পে অবক্ষয়ী জীবন সংগ্রামের যন্ত্রণা
সুকন্যা বেরা ৩৮৮

সুন্দরবনের প্রকৃতি ও পরিবেশ- সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
অলোক কোরা ৩৯৭

সৈকত রক্ষিতের "সিঁদুরে কাজলে" উপন্যাসে : প্রান্তিক নারীর অবস্থান
রিবা দত্ত ৪০৬

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস : প্রসঙ্গ 'সংস্থান' ধারণা
সন্দীপ দাস ৪১৪

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সঙ্গীতের ভূমিকা : অচলায়তন ও মুক্তধারা
অনিন্দিতা শেঠ ৪২৬

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরকবি : প্রেক্ষিত লোকসংগীত
দেবলীনা দেবনাথ ৪৩৮

প্রসঙ্গ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য: সৃষ্টির নেপথ্যে ইতিহাস
সুদেব বিশ্বাস ৪৫২

বাংলা ভাষায় উপসর্গের বিশেষ গুরুত্ব ও অবস্থান
মৌমিতা দাস ৪৫৬

রবীন্দ্র সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ন
মুকুল সেন ৪৬৪

বিশ্বায়নের আলোকে সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি বাংলা নাটক ও বিপন্ন শিক্ষার্থী
তাপস চক্রবর্তী ৪৭১

বাংলা গানের নবরূপায়ণে বিস্মৃতপ্রায় যোগসূত্র: অতুলপ্রসাদ, দিলীপকুমার ও নজরুল
গৌরব চৌধুরী ৪৮০

অভিব্যক্তিমূলক মনোচিকিৎসায় সাইকোড্রামার প্রয়োগ-প্রক্রিয়া
আরাফাতুল আলম ৪৯২

সন্ন্যাসী ভোলানাথ সুন্দরবনের ইতিহাসে এক উপেক্ষিত ব্যক্তি
দীপক মন্ডল ৫০৫

UTILIZING SOCIAL MEDIA PLATFORM AS A STRATEGY TO IMPROVE STUDENTS' ENGLISH WRITING SKILLS
Sanjib Kumar Haldar ৫১০

A Study of the Local Legends and Cultural Heritage of the Agrarian Sufi Cult of Bengal
Jahira Hossain ৫১৬

AN OVERVIEW ON TEACHER EDUCATION ENVISAGED BY NEP 2020
Sajal Dey ৫২৬

Is Higher Mind Free from Empirical Mind & from Rational Pressure ? A Brief Discussion in the Light of Sri Aurobindo's Philosophy
Santanu Ger ৫৩১

Religion-Science Interface: Revisiting the Select Works of Rajsekhar Basu
Somnath Roy ৫৩৭

A CRITICAL STUDY OF THE NOVELS OF AMITAV GHOSH FROM THE POST COLONIAL PERSPECTIVE
Rana Gorai ৫৪৩

Online Education & Covid 19
Aniruddha Saha
Aryakannya Samanta ৫৫১

M. N. Roy's Philosophical Reflection on Humanism
Kalpita Nandi ৫৫৭

Comparison of Cyber etiquette and its importance
to the economic development of India
Trisha Paul ৫৬২

Outlier India?
Understanding the Classical Agrarian Question and
Agrarian Transition in India through the Prism of Caste
Sohini Jha ৫৭২

A Study of the Attitudinal Differences of Teachers of
Different Boards in Dooars Region
Sanghamitra Roy ৫৮২

Women –Violence and Peace in North East India
Ananya Bose ৫৯১

In Search of an Alternative Idea of State: John Rawls
Property Owning Democracy and Liberal Socialist Regime
Md. Salim Shahzada ৫৯৯

Steel Workers of Burnpur-Kulti: Understanding Their
Political Conflicts and Trade Union Activities during the
Colonial Period
Chiranjit Gorai ৬০৫

Tebhaga movement in Nadia district
Bhabananda Roy ৬১৪

বিদ্যাসাগরীয় জীবনাদর্শ ও জাতির জনক

অভি কোলে
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ : মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, অর্থাৎ সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সর্বজনবন্দিত জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গুজরাটি ভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয় এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর 'Indian Opinion' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে গান্ধীজি বিদ্যাসাগরের অগাধ পান্ডিত্যের পাশাপাশি এই মহাজীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত : ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত নির্বিশেষে সর্বমানবে সমদৃষ্টি,

দ্বিতীয়ত :অসহায় মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মানবিক সহমর্মিতা ও যথাসাধ্য সহায়তার মনোভাব,

তৃতীয়ত : সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন।

গান্ধীজি লিখেছেন– "... the people in Bengal are more alert than in other parts of India. ... The main reason for the special distinction that we find in Bengal is that many great men were born there during that last century (nineteenth century). ... It can be said that Iswarchandra Vidyasagar was the greatest among them." ("collected works of Mahatma Gandhi", Vol. V (1905-1906), New Delhi, 1961, p. 65-66)

বস্তুতপক্ষে, বিদ্যাসাগরের জীবন বাংলা তথা ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের কাছে চিরন্তন প্রেরণা-স্থল। শুধু তাই-ই নয়, একাধিক মহামানবের মধ্যে যেমন অনিবার্য চেতনা–সামীপ্য দেখা যায়, ঠিক তেমনি উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের হীরকোজ্জ্বল জীবন দ্যুতির সঙ্গে বিশ শতকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামে অপর এক ধ্রুব-জীবনের অনিন্দ্যসুন্দর সাযুজ্য ভারতীয় সভ্যতার অক্ষয় সম্পদ। বিদ্যাসাগরের মতো গান্ধীজিও সর্বমানবে সমদৃষ্টির বার্তা বিঘোষিত করেছেন আজীবন। মানবতাবাদের জাগ্রত-পূজারী এই অহিংসাব্রতীর হৃদয় সর্বদা সাধারণ মানুষের অসহায় ক্রন্দনে বিচলিত হয়েছে। আর গান্ধীজির জীবন–যাপনের অনাড়ম্বর সারল্য নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরীয় উত্তরাধিকার হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, এমনকি উভয়ের পোশাকের মধ্যেও সুস্পষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়বে। বক্ষ্যমাণ আলোচনা পরিসরে

আমরা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেগুলি তাঁর নিজ-জীবনে কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল সে বিষয়েই আলোচনায় প্রয়াসী।

সূচক শব্দ :উনিশ-বিশ শতক, বিদ্যাসাগর, গান্ধীজি, উদারতা, দয়াদাক্ষিণ্য পরবশ, সর্বমানবে সমদৃষ্টি, পোশাক-পরিচ্ছদ।

মূল আলোচনা :

বাংলা তথা ভারতের নবচেতনার উন্মেষ-লগ্নের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহাজীবন কেবলমাত্র বাঙালি ও ভারতীয়দেরই অনুকরণীয় নয়, তা বিশ্বের দৃঢ়চেতা অথচ মানব-প্রেমে বলীয়ান স্নেহার্দ চিত্তের কাছে চিরন্তন প্রেরণা-স্থল। ভারত-ইতিহাস তার অগণনীয় সাক্ষ্য বহন করছে। মহাকালের চলার পথে অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক মহামানবের মধ্যে অনিবার্য চেতনা-সামীপ্য দেখা যায়। ভারতাত্মার এমনই দুই উদ্ভাসিত প্রভার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। রামমোহন রায় যদি উনিশ শতকীয় নবজাগরণের পথ-প্রদর্শক হন, তাহলে বলা যায় বিদ্যাসাগর সেই বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ পথকে মসৃণ করেছেন, পথিপার্শ্বে সুগন্ধি পুষ্প ও সুস্বাদু ফলের গাছ রোপণ করেছেন। এতে গ্লানিজর্জর সমকালীন জনজীবন পেয়েছে সৌন্দর্যময় জীবনের আস্বাদ, সমৃদ্ধ চেতনার পুষ্টি। আর উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতবর্ষের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের হীরকোজ্জ্বল জীবন-দ্যুতির সঙ্গে বিশ শতকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামে অপর এক ধ্রুব-জীবনের অনিন্দ্যসুন্দর সাযুজ্য ভারতীয় সভ্যতার অক্ষয় সম্পদ। কর্ম-পরিসরে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য থাকলেও মর্ম-পরিসর জুড়ে আমরা লক্ষ করি সহজ সখ্যতা। বক্ষ্যমাণ আলোচনা-পরিসরে আমরা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেগুলি তাঁর নিজ-জীবনে কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল সে বিষয়েই আলোচনায় প্রয়াসী।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, অর্থাৎ সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সর্বজনবন্দিত জাতির জনক গান্ধী বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে গুজরাটি ভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয় এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর 'Indian Opinion' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে গান্ধীজি লিখেছেন—

> "... the people in Bengal are more alert than in other parts of India. ... The main reason for the special distinction that we find in Bengal is that many great men were born there during the last century (nineteenth century). ... It can be said that Iswarchandra Vidyasagar was the greatest among them."[১]

এই 'greatest' মানুষটির চারিত্রিক দৃঢ়তা বিশ্ববন্দিত, পাণ্ডিত্য ও বিনয়, কোমল, সহৃদয়তা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপোশহীন অবস্থান— এসবই গান্ধীজির পর্যালোচনায় স্থান

করে নিয়েছে। পাশাপাশি তিনি এই মহাজীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত : ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত নির্বিশেষে সর্বমানবে সমদৃষ্টি;

দ্বিতীয়ত : অসহায় মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মানবিক সহমর্মিতা ও যথাসাধ্য সহায়তার মনোভাব;

তৃতীয়ত : সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন।

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস উনিশ শতকের পূর্বেই খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে চৈতন্যদেবের হাত ধরে নবজাগৃতির গৌরব লাভ করেছিল। আদ্বিজচণ্ডালে প্রেমের বার্তা পৌঁছে দিয়ে তিনি বাংলার জাত-পাতের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন। এক তরুণ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সেদিন বিতরিত হয়েছিল ভেদাভেদহীন মানবতার উদার বীজমন্ত্র। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকীয় বাংলায় সেই চেতনাকেই মনে-প্রাণে বহন করেছেন। ১৮৬৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার বিভিন্ন এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। কলকাতায় কলেজ-স্কোয়ারে অনাহারী মানুষজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাত্যাভিমানের তোয়াক্কা না করে বিদ্যাসাগর নিজে খাদ্য-পরিবেশনে পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। বীরসিংহ গ্রামে তিনি একটি অন্নছত্র খোলেন। সেখানে আগত মানুষেরা খিচুড়ি খেতেন। তাদের আবদার মেনে নিয়ে বিদ্যাসাগর সপ্তাহে একদিন মাছ-ভাতের ব্যবস্থা করলেন। অন্নছত্রে আগত মেয়েদের মাথার চুলের রুক্ষতা বিদ্যাসাগরকে ব্যথিত করে। তিনি সবার জন্য দু-পলা করে তেলের ব্যবস্থা করেন। তেল বিলি করত যারা, তারা হাড়ি-মুচি-ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নিচু জাতের মেয়েদের তেল দেওয়ার ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ করলে বিদ্যাসাগর নিজে এগিয়ে আসেন। তিনি স্বহস্তে গরীব দুঃখিনীদের রুক্ষ চুলে তেল মাখিয়ে দিতেন। করুণা উদ্রেক অনেকের হৃদয়েই হয়, কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর করুণার সাগর অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের চিরন্তন দারুচিনি দ্বীপে পৌঁছে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

> "এই ঘটনাশ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে— কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।"[২]

জীবনাচরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মানবপ্রেমের সর্বাত্মক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর 'করুণাসাগর' অভিধা যথার্থ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। চন্দননগরে বিদ্যাসাগর একদিন দেখেন একটি পাগল ছেলেকে নিয়ে সবাই মজা করছে। তিনি চোখের জল আটকে রাখতে পারলেন না। ছেলেটিকে কলকাতায় নিয়ে এসে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। ফরাসডাঙায় থাকার সময় একদিন এক অন্ধ মুসলমান

ভিক্ষুক স্ত্রীর হাত ধরে বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন। সারা শহর ঘুরেও ভিক্ষে না জোটায় অবসন্ন মনে তারা বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন। বিদ্যাসাগর কিছু পয়সা দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন কিছু খেয়েছেন কিনা। ভিক্ষুক না বলায় তিনি তাদের কি খেতে ইচ্ছে করে জানতে চাইলেন। ভিক্ষুক বললেন লুচি। বিদ্যাসাগর লুচি ভাজানোর ব্যবস্থা করলেন, বললেন প্রতি রবিবার এসে লুচি খেয়ে যেতে এবং প্রতিমাসে আট আনা করে ঘরভাড়ারও ব্যবস্থা করেন। এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। সামান্য দৃষ্টান্তেই করুণাসাগরের করুণ হৃদয়ের পরিচয় বোঝা যায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার অসহায় মানুষের কেবল মানবিক পরিচয়টিই তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে, অন্য কোন পরিচয় নয়। বিহারীলাল সরকার লিখেছিলেন—

> "স্বদেশী হউক, বিদেশী হউক, ব্রাহ্ম হউক, খৃষ্টান হউক, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সাহসী, সদালাপী, সরল সত্যসন্ধ ব্যক্তিমাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় অধিকার করিতেন।"[৩]

বিদ্যাসাগরের সর্বমানবে এই সহৃদয় সমদৃষ্টি নিখিল মানবের প্রেরণাস্থল। গান্ধীজি তাই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক কর্ম-পরিসরে গান্ধীজি সমাজের সমস্ত মানুষের পাশে থেকেছেন জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা নয়, মুখ্যতা পেয়েছিল মানবিক উদারতা। ১৯৩৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর হরিজন দিবস উপলক্ষে এক বার্তায় গান্ধীজি লেখেন—

> "On the occasion of the Harijan Day, I sincerely hope that pure love will be roused in the hearts of caste Hindus towards their Harijan brothers and sisters, and that every Hindu, man or women, will be convinced of the need for the eradication of untouchability."[৪]

গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত 'হরিজনবন্ধু' পত্রিকায় এক হরিজনকর্মীর সঙ্গে গান্ধীজির কথোপকথন প্রকাশিত হয় যেখানে গান্ধীজি তাঁকে বলেছেন—

> "As for me, I am carrying on the campaign among caste Hindus for the eradication of untouchability and at the same time telling Harians what their dharma is."[৫]

শুধুমাত্র আদর্শগত দিক দিয়েই নয়, বাস্তবিক ক্ষেত্রেও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীজির আন্দোলন আজ বিশ্ববন্দিত। ব্যক্তিজীবনে বিদ্যাসাগর যেমন সমাজসংস্কারমূলক কাজ করার ক্ষেত্রে নিজের সমাজের দ্বারা নানাভাবে বাধা পেয়েছিলেন, গান্ধীজিও তা পেয়েছিলেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য যখন তিনি বিলেত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন তাঁর নিজের সমাজ তাঁকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। তাঁকে সমাজচ্যুত করার হুমকিও দেওয়া হয়; কিন্তু সকল বাধা তুচ্ছ ক'রে তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সমাজপতিদের যাবতীয় আপত্তিকে নস্যাৎ ক'রে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সবিনয়ে জানান—

"I am really helpless. I think the caste should not interfere in the matter."[৬]

সারাজীবন এই চারিত্রিক দৃঢ়তা তিনি অক্ষুন্ন রেখেছিলেন, যা আমরা বিদ্যাসাগরের জীবনেও লক্ষ করি।

বিদ্যাসাগরের মতো গান্ধীজিও সর্বমানবে সমদৃষ্টির বার্তা বিঘোষিত করেছেন আজীবন। মানবতাবাদের জাগ্রত-পূজারী এই অহিংসাব্রতীর হৃদয় সর্বদা সাধারণ মানুষের অসহায় ক্রন্দনে বিচলিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের হৃদয়-স্পর্শ লাভের জন্য কোন মানুষের পূর্বপরিচিতির দরকার ছিল না, প্রয়োজন পড়ত না কারোর সুপারিশের। একটিবার যদি সাহায্যের আবেদনটি বিদ্যাসাগরের কান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে আর কোন চিন্তা থাকে না। বিহারীলাল সরকার তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে একটি ঘটনার কথা লিখেছেন—

"একদিন হেদুয়ায় এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়ানোর সময় বিদ্যাসাগর দেখলেন এক ব্রাহ্মণ গঙ্গা-স্নান সেরে কাঁদতে কাঁদতে ফিরছেন। বিদ্যাসাগর বারংবার জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন মেয়ের বিয়ের সময় ধার নেওয়া টাকা শোধ দিতে না পারায় পাওনাদার আদালতে মামলা করেছে। বিদ্যাসাগর মামলার বিস্তৃত খবরাখবর নিলেন। সুদে-আসলে প্রায় আড়াই হাজার টাকা নির্দিষ্ট দিনে আদালতে জমা দিলেন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে বললেন যে ব্রাহ্মণ যেন টাকা কে দিলেন তা জানতে না পারেন।"[৭]

বিদ্যাসাগরের সংবেদনশীল হৃদয়ধর্ম সুপরিচিত, কিন্তু সেই পরিচয়ের মধ্যেই যে আত্মপ্রচারবিমুখতা ও আত্মস্বার্থবিমুখতার পরিচয় মেলে তা তাঁর মহত্ত্বকে বহুগুণিত করে। ভারতবর্ষের অসহায়-নিপীড়িত মানুষ গান্ধীজিকে পেয়েছেন সকল প্রয়োজনে। তবে এটা ঠিক যে ব্যক্তিমানুষের প্রয়োজনে বিদ্যাসাগর যতটা এগিয়ে আসতে পেরেছিলেন গান্ধীজির কাছে সে সুযোগ ছিল না।

বিদ্যাসাগরের সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন গান্ধীজিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর অন্যের প্রয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করতেন; কিন্তু নিজে অত্যন্ত সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। শৈশব থেকে যে জীবনধারায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন পরবর্তীকালে তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটান নি, সম্ভাবনাও ছিল না; কেননা তাঁর উপার্জিত অর্থের বেশিরভাগই ব্যয় হতো সেবামূলক কাজে। নিজের জন্য যে পোশাক-বিধি তিনি তৈরি ক'রে নিয়েছিলেন তা একপ্রকার বৈরাগ্যসাধনেরই নামান্তর। গান্ধীজির ভাষায়—

"He was really a *fakir*, a *sannyasi* or a *yogi*. It behoves us all to reflect on his life."[৮]

ধুতি-চাদর আর জুতো— এই পোশাক পরিধান ক'রে বিদ্যাসাগর সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেমন দেখা করতেন, তেমনি গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাতের ক্ষেত্রেও তাঁর একই পোশাক থাকত। নিজের স্বাতন্ত্র্য তিনি কোনভাবেই বিসর্জন দেন নি। আর গান্ধীজিও একই বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে গান্ধীজির জীবন শুরু হলেও তিনি ক্রমশ সে জীবন ত্যাগ ক'রে সহজ-অনাড়ম্বর জীবনে পদার্পণ করতে সচেষ্ট হন। নিজের কাজ নিজে করে নেওয়ার অভ্যাস তিনি গড়ে তুলেছিলেন। লন্ড্রীর অভাব না থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের জামা-কাপড় নিজে পরিষ্কার করতেন। পেরোরিয়ায় এক ইংরেজ-ক্ষৌরিক তাঁর ক্ষৌরকর্ম করতে অস্বীকার করলে তিনি নিজেই সেকাজ শুরু করেন। আদালতে তাঁর উকিল বন্ধুরা হাসাহাসি করলেও তিনি এক্ষেত্রে খুশি ছিলেন এই ভেবে যে তিনি পরনির্ভরতা ত্যাগ করতে পেরেছেন। অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদের নোংরামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনাগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী জীবনে এইসব ঘটনার বিশেষ ভূমিকার কথা গান্ধীজি স্বয়ং বলেছেন—

> "The extreme forms in which my passion for self-help and simplicity ultimately expressed itself will be described in their proper place. The seed had been long sown. It only needed watering to take root, to flower and to fructly, and the watering came in due course."[৯]

বিদ্যাসাগরের মতো গান্ধীজির জীবন-যাপনের সারল্যের অন্যতম অঙ্গ ছিল তাঁর পোশাক। ১৯১৪ সালে গান্ধীজি যখন স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাসের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চলে আসেন তখন কাথিয়াওয়াড়ি পোশাকে তাঁকে দেখা গিয়েছিল বোম্বাইয়ের প্রথম অভ্যর্থনা সভায়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পোশাক ত্যাগ ক'রে ধুতি-কুর্তা ব্যবহার শুরু করেন। আর চম্পারণ সত্যাগ্রহের পর থেকে ধুতি-চাদর ও চটি বেছে নেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেশে-বিদেশে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি এই পোশাকই পরিধান করতেন। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও কোনোভাবেই আত্মস্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধকে খাটো করেননি। গান্ধীজির জীবন-যাপনের অনাড়ম্বর সারল্য নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরীয় উত্তরাধিকার হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, এমনকি উভয়ের পোশাকের মধ্যেও সুস্পষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়বে। গান্ধীজির পিতামহ উত্তম চন্দ বা উতা গান্ধী সাহসী সত্যপ্রিয় ও দৃঢ়সংকল্প। বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণও অনুরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। 'পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর স্বয়ং পিতামহের পরিচয় দিয়েছিলেন। কাকতালীয় হলেও এই ঘটনাটিও দুই মহাপুরুষের মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর মিলের সন্ধান দেয়। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অনমনীয় পৌরুষের মধ্যে আমরা তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ, পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব লক্ষ করি, ঠিক তেমনি গান্ধীজির অন্যায়ের সঙ্গে আপোসহীন মানসিকতার বীজ তাঁর

পিতামহ উতা গান্ধী এবং পিতা কাবা গান্ধী নামক দুই উন্নত চরিত-বৃক্ষ থেকে উৎপাদিত। উভয়ের ক্ষেত্রেই পিতামহের প্রভাব অধিক।

জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বিদ্যাসাগর রাজনৈতিক দলের প্রতি বিরূপতা পোষণ করেছেন। ১৮৮৫ সালে গড়ে ওঠা কংগ্রেস দলের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসকে রাজনৈতিক দল হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বিদ্যাসাগর কংগ্রেস প্রসঙ্গে বললেন—

> "বাবুরা কংগ্রেস করছেন, আস্ফালন করছেন, ভারত উদ্ধার করছেন। দেশের হাজার হাজার মানুষ অনাহারে প্রতিদিন মরছে, সেদিকে কারো চোখ নেই।"[১০]

বিদ্যাসাগরের দেশহিতৈষণার সঙ্গে রাজনীতির কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না সত্য; কিন্তু তা বলে জাতিপ্রেম তাঁর ছিল না— এমনটা বলা যায় না। আসলে বিদ্যাসাগরের দেশ মানবশূন্য ভূ-ভাগমাত্র ছিল না, মানবপ্রেমের সুপ্রশস্ত পথ বেয়েই তিনি দেশপ্রেমের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। সেই পথ ধরে হাঁটতেই তিনি দেশপ্রেমের সীমানা অতিক্রম ক'রে বিশ্বপ্রেমের সুবিস্তৃত উপত্যকায় অনায়াস-বিচরণ করেছেন। আর গান্ধীজির অহিংস-নীতির কেন্দ্রবিন্দুতেও ছিল নিখাদ মানব-প্রেম। ফলে বিদ্যাসাগর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হলেও মানব-কল্যাণের আদর্শের দিক দিয়ে তিনি ও গান্ধীজি একবিন্দুতে মিলিত হয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. Gandhi, Mahatma: 'The Collected Works of Mahatma Gandhi', (Vol. V, 1905 - 1906) (June, 1961), The Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, New Delhi, 1961, P. 65-66.

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; 'বিদ্যাসাগরচরিত' (ভাদ্র, ১৪০০), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৪১।

৩. সরকার, বিহারীলাল; 'বিদ্যাসাগর' (তৃতীয় সংস্করণ), কলকাতা, পৃ. ৪৪০।

৪. Gandhi, Mahatma: 'Message for Harijan Day', ['The Hindu', 25-09-1933/ 'The Collected Works of Mahatma Gandhi', Vol. 56 (September 16, 1933 - 15 January, 1934), The Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, New Delhi, 1961, P. 28.

৫. Gandhi, Mahatma: 'Talk with a Harijan Worker', ('The Collected Works of Mahatma Gandhi') Vol. 56 ibid, P. 8.

৬. Gandhi, Mahatma: 'Outcaste', 'The Story of My Experiments with truth' (Translated from original Gujrati by Mahadev Desai, Reprint 2018), Prakash Books India Pvt. Ltd. (CLASSICS), New Delhi, P. 50.

৭. সরকার, বিহারীলাল; তদেব, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮।

৮. Gandhi, Mahatma: 'Iswar Chandra Vidyasagar', ('The Collected Works of Mahatma Gandhi', Vol. 5, ibid, P. 66.

৯. Gandhi, Mahatma: "The Story of My Experiments with truth', ibid, P. 197.

১০. বিদ্যারত্ন, শম্ভুচন্দ্র; 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ : ১৮৯১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পৃ. ৪০।